।। ও৩ম্ ।।

বাইবেলের উপর সপ্রমাণ ৩১টি প্রশ্ন

ঃ লেখক ঃ

ড০ শ্রীরাম আর্য

ঃ অনুবাদক ঃ

ড০ উদয় বিদ্যালঙ্কার

—ঃ প্রকাশক ঃ—

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২ শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা -৭০০ ০০৬

ফোন-০৩৩-২২৪১ ৪৫৮৩

প্রকাশক ঃ
শ্রী দীনদয়াল গুপ্ত (মহামন্ত্রী)
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন
৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

হিন্দী তৃতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদ
প্রথম সংস্করণ ঃ ২০১২, সংখ্যা ৫০০০

সম্পাদক এবং অনুবাদক ঃ
উদয় বিদ্যালংকার

মূল্য ঃ ১০ টাকা

বিশেষ জানকারী হেতু সম্পর্ক সূত্র ঃ-
www.agniveer.com,www.satyagni.com, www.aryasamajonline.com

লেখকের কলম থেকে

আমরা এই বইটিতে বাইবেলের কিছু-কিছু উদ্ধরণকে উল্লেখ
র বলছি -যে যদি কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিতের সাহস থেকে থাকে
হলেএই প্রশ্নগুলিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে উত্তর দিন্ ।

বাইবেলাখ্যাগুলিকে শুনিয়ে, শুনিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীর
রীগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ সহজ সরল মানুষকে নিরন্তর
বানিয়ে এসেছেন । এই বাইবেলের আসল রূপ এই ছোট্ট
স্তকাটির মধ্যে দেখতে পাবেন ।

বাজারে খ্রীষ্ট মতাবলম্বীদের ওপর বিবেচনান্তর্গত অনেক গ্রন্থ
খতে পাওয়া যায় । কিন্তু আমার দ্বারা রচিত বাইবেল দর্পণ
ন্দী)অবশ্যই পড়িবেন ।সেখানে সমগ্র বাইবেলের সমীক্ষাত্মক
কোণ উল্লেখ করা হয়েছে । আজ পর্যন্ত কোন খ্রীষ্টান বন্ধু এই
কোণের সমুচিত উত্তর দেওয়ার সাহস করতে পারেন নি ।

আমরা অনেকবার তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা করার
চষ্টা করেছি ,কিন্তু কেউই আমাদের সম্মুখে আসার সাহস
রননি,কেননা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে মাথা-মুণ্ডহীনও এলোমেলোভাবে
খ্যা বর্ণিত আছে ।

অতীতে আমাদের পুর্বজ ও শাস্ত্রার্থ মহারথীগণ খ্রীষ্ট মতের
ুযায়ীদের সঙ্গে অনেক বাদ-বিবাদ করেছেন,যার বিস্তৃত বিবেচন
য়ি কে তট পর(হিন্দী) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ।এই গ্রন্থটি অমর
ী প্রকাশন বিভাগ-গাজিয়াবাদ দ্বারা প্রকাশিত ।

আর্য জগতে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রার্থ মহারথী শ্রী অমর স্বামীর অথক
িশ্রম ওগবেষণালব্ধ বিষয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়ও উপযোগী । এই
জকে পরম্পরা মেনে এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন ।

আমি মনে করছি-যে এই বইটিকে পড়লেই সাধারণ মানুষ
ষ্টানদের কল্পনাপ্রসূতজালকে বুঝতে পেরে উপকৃত হবেন ।

দিক ধর্মের সেবক
চার্য ডঃ শ্রী রাম আর্য কাসগঞ্জ-অলীগঢ়

।। বাইবেলের উপর সপ্রমাণ ৩১টি প্রশ্ন ।।

প্রশ্ন নং-১- যে ভগবান্ নিজ ভুলের অনুতাপ করেন, তি পরবর্তীতেভুল করিবেন না ,ইহার গ্যারান্টী কী ? তাঁহ ন্যায়-বিচারের উপর কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে

প্রশ্ন নং-২- যে ভগবান্ নিজ বাক্যের উপর স্থির থাকি পারেন না, তাঁহার প্রদত্ত আশ্বাস ও আইন-কানুনের উপ বিশ্বাস করিলে আমরা প্রতাড়িত হইব না । ইহার গ্যারা কী ?

প্রশ্ন নং-৩, বাইবেল অনুসারে যখন ঈশ্বর অনেক, তা হইলে খ্রীষ্টানগণ কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করেন ? তাঁহ রূপ ও পরিচয় কী ?

প্রশ্ন নং-৪ ,ঈশা কোন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ? ঈশা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিল তাহার প্রমাণ কী ? কেন মরিয়ম কখনও বলে নি যে ঈশ্বর দ্বারা স্থাপিত গর্ভ তাহ পেটে ছিল এবং ঈশ্বরও স্বয়ং মরিয়মকে গর্ভের কথা বলেন নি ।

প্রশ্ন নং -৫, খ্রীষ্টানমতে পিতা-পুত্রী বিবাহ করিতে পারে,ইহা কি বাইবেল বিরুদ্ধ নহে ?

প্রশ্ন নং -৬, নক্ষত্র পৃথিবী হইতে দ্বিগুণ বৃহৎ ইহা বিজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত, তাহা হইলে নক্ষত্রাদিগের ডুমুর ফলে মতো পতিত হওয়া কি প্রমাণিত করে না, যে বাইবে রচয়িতা অধ্যয়নহীন ব্যক্তি ছিলেন ।

প্রশ্ন নং-৭, এক কুণ্ড মদের স্রোতে কয়েক গজ উচুঁ, শত ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া অলীক গল্প কেন স্বীকার কর হইবে ? এই কথাকে কি তর্ক অথবা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত

করা যায় না ।

প্রশ্ন নং-৮, গর্ভবতী মাতার উদরে দুই জন শিশুর মল্লযুদ্ধকে কি বাইবেলের মধ্যে অলীক গল্প মানা যায় না ?

প্রশ্ন নং- ৯, ইহা কিরূপে সম্ভব, যে গর্ভস্থ বালক গর্ভাশয় হইতে হাত বাহির করিয়া রক্ষা-সূত্র বন্ধন করাইয়া পুনরায় হাত গর্ভাশয়ে টানিয়া লয় । ইহা বাইবেলস্থিত অসার গল্প কেন মানা হইবে ? কেননা,গর্ভস্থ বালকের মধ্যেএতটুকু চেতনতা ও শক্তি সম্ভবপর নহে ।

প্রশ্ন নং-১০, খ্রীষ্টান ঈশ্বর যখন মনুষ্য সৈন্যের সহযোগিতা লইয়াও বিপক্ষ সেনার কাছে পরাজিত হইয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তাহা হইলে কিরূপে এমন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তাকে প্রমাণিত করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-১১, খ্রীষ্টান ঈশ্বরের কাছে কুড়ি কোটি অশ্বারোহী সৈন্য কাহার সহিত লড়াই তথা কাহার হইতে স্বীয় রক্ষা হেতু থাকে ?

প্রশ্ন নং- ১২, ঈশ্বরের নিকটে ১২ পল্টনের বেশী সৈনিকের বার্ষিক ব্যয় কত হয় ? ঐ সকল সেনাদিগের কমাণ্ডার কে ? এই সকল সৈন্যগণ কি কখনও লড়াইয়ে গেছিলেন বা একই স্থানে থাকিয়া, থাকিয়া নিষ্কর্মার মতো খাইয়া থাকিতেন ? ইহার বিবরণ বাইবেল হইতে প্রস্তুত করিবেন ?

প্রশ্ন নং-১৩, ভগবান্ যখন ইয়াকুবের সহিত সম্পূর্ণ রাত্রিতে মল্লযুদ্ধের লড়াইয়ে জয়ী হইতে পারেন নি, তাহা হইলে এইরূপ দুর্বল ঈশ্বরের অনুগামীগণ বড়, বড় যুদ্ধে সাহায্যের আশা কিরূপে করিতে পারেন ?

প্রশ্ন নং-১৪, পয়গম্বর লূত দ্বারা স্বীয়পুত্রীদিগের সহিত কৃত ঘোর ব্যভিচারকে বাইবেলে কোথাও পাপ স্বীকার করা হয়নি কেন এবং উহাকে কোথাও ধিক্কার জানানো হয়নি কেন ?

প্রশ্ন নং- ১৫, ভগবান্ যখন পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্রাম করিয়া শান্ত হইয়া গেলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপে সর্বশক্তিমান্ স্বীকার করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং- ১৬, যে ভগবান্ স্মরণ-রক্ষা হেতু ডায়েরী বা রেজিস্টারে লিখিয়া রাখেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-১৭, যিনি এতটুকুও পদার্থবিদ্যাও জানিতেন না যে,পীতল পাথর হইতে প্রস্তুত হয় বা তামাঁ-দস্তার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-১৮, যে ধর্ম গ্রন্থের রচয়িতা এতটুকু ভূগোল জানিতেন না, যে পৃথিবী বিশ্ব স্তম্ভের উপর স্থিত আছে না আকর্ষণানুকর্ষণের আধারে পরমেশ্বর তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থকে কিরূপে প্রামাণিক স্বীকার করা যাইতে পারে ?

যেগ্রন্থে এইরূপ মাথা-মুণ্ডহীন কথা বলা হইয়াছে তাহাকে যদি অসার গ্রন্থ বলা হয়, তবে কোনরকম ভূল হইবে না ?

প্রশ্ন নং-১৯, শাউলের রাজ্যাভিষেক পশ্চাতে অনুতাপ করা খ্রীষ্টান ভগবানের অনুভবহীনতা ও সর্বজ্ঞতার উন্মুক্ত উপহাস কি নহে ?

প্রশ্ন নং- ২০, খ্রীষ্টান ভগবান্ খোলা ময়দানে পৃথিবীতে

থাকিবার সময় চোর-ডাকাত হইতে কি ভয় পাইতেন,যে তিনি উপায়রহিত গৃহহীন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন ?

প্রশ্ন নং- ২১, খ্রীষ্টান ভগবানের যখন অনেক পুত্র ছিল, তবে তাঁহার পত্নী কতজন ছিলেন ? ঐ সকল পুত্রগণ কি অবিবাহিত ছিলেন বা পরে কখনও বিবাহ হইয়াছিল ? বলুন তো ভগবানের পরিবার কত বড় ছিল ?

প্রশ্ন নং-২২, মেদ ভক্ষণ করিতে-করিতে যখন ভগবানের উদর পূর্তি হইয়া গেল, পশ্চাতেও যাহারা তাঁহাকে মেদ ভক্ষণ করাইতেছিলেন, তাহা হজম হেতু ভগবান্ কি কোন চূর্ণ অথবা ঔষধি সেবন করিয়াছিলেন বা কোন আসন লাগাইয়া পাচন শক্তিকে ঠিক করিয়াছিলেন ?

প্রশ্ন নং-২৩, যে ভগবান্ স্বীয় শত্রু হইতে বিরক্ত থাকে,তাহাদিগের সহিত লড়াই করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে,তাঁহাকেও কি ভগবান্ স্বীকার করা যাইতে পারে ? ঈর্ষা , দ্বেষ, ধারণ করা কি ভগবানের গুণ বা তাহাতে দোষ ?

প্রশ্ন নং-২৪, ভগবান্ যুদ্ধ হেতু যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, পশ্চাতে যুদ্ধসমাপ্ত হইলে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বব্যাপক হইতে পারেন না ।এতটুকুও সামর্থ্য কি ভগবানের নাই যে স্বর্গে বসিয়া-স্বীয় সৈন্য দ্বারা মর্ত্যের আপন শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করিতে পারেন ? তিনি কেমন ভগবান্ ,যাহাকে স্বয়ং উৎপন্ন করা, লোকদিগের সহিত যুদ্ধ হেতু আগমন করিতে হইত এবং তাহাদের নিকটেও পরাজিত হইতেন ?

প্রশ্ন নং-২৫, ভগবান্ মেদ ভক্ষণ ও লহু পানরূপী বস্তুদের ভক্ষণ কেন করিতেন ? ফল, মেওয়া, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতিকে পছন্দ কেন করিতেন না ? ইহা ভক্ষণ করিলে কি তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন ?

প্রশ্ন নং-২৬, ভগবান্ ইস্রায়েলীদিগকে মল দ্বারা রুটি পাকাইয়া ভক্ষণ করিবার মত নোংরা আদেশ কেন দিয়েছিলেন ?

প্রশ্ন নং-২৭, ভগবান্ দ্বারবন্ধ গৃহে অর্থাৎ বেহেশ্তে(স্বর্গে) থাকেন কেন ? মর্ত্যের লোক স্বর্গে পৌঁছিয়া ভগবান্‌কে বধ না করেন এই ভয়েই থাকেন। জানিয়া আসুন ! যে আমেরিকা ও রাশিয়ার রকেট কোথাও ভগবানের গৃহ ধ্বংস তো করেনি ?

প্রশ্ন নং-২৮, ভগবান্ লোকেদের বিরুদ্ধে মামলাও করিতেন। এমতাবস্থায় নির্ণয় হেতু ন্যায়াধীশ তথা ভগবানের পক্ষ হইতে ওকালতি হেতু উকিল কে ছিলেন ?

প্রশ্ন নং- ২৯, ভগবানের ক্রোধিত হওয়া, দুর্বল মস্তিস্কের রোগী প্রমাণিত হয় ।ভগবানের এই অসুস্থতাজনিত রোগ দূর করিবার কি কোন প্রণালী আছে, যাহা দূর করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-৩০, মদ্যপান(দ্রাক্ষা মধু) হইতে যখন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবান্ ও মসীহ লোকদিগকে মদ্য পান করাইয়া নষ্ট কেন করিতেছিলেন এবং মসীহ স্বয়ং মদ্যপান কেন করিতেন ? লোকেদের ক্ষতি করিবার জন্যে তিনি কি দোষী ছিলেন না ?

প্রশ্ন নং-৩১, অপরকে গালমন্দ করা সংসারে পাপ বলিয়া

স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঈশা স্বীয় জন্মের পূর্বে জন্ম নেওয়া মহাপুরুষগণকে(পয়গম্বরগণ) চোর, ডাকাত বলিয়া গালী দিতেন কেন ? ইহা হইতে কি ঈশার দোষ প্রমাণিত হয় না ?

দ্রষ্টব্যঃ -পরবর্তী পৃষ্টায় উপরিউক্ত ৩১টি প্রশ্নের সমীক্ষা পাইবেন, যাহা মূল পাঠ সহিত উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

।। প্রশ্ন সম্বন্ধিত বাইবেলের মূলস্থল এবং তাহার সমীক্ষা ।।

দ্রষ্টব্যঃ -এই ৩১টি প্রশ্ন যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বর্ণন বাইবেলের যে স্থলে করা হইয়াছে, তাহার স্পষ্টীকরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় ক্রমানুসারে দেখিয়া লইবেন। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে অবশ্যই পাঠাইবেন।

যে কোন গ্রন্থে বুদ্ধি-বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বিপরীতে ভ্রান্ত কথার উল্লেখ থাকিলে সেই গ্রন্থের সত্যতা ও ধর্মগ্রন্থরূপে প্রদত্ত মান্যতা স্বতঃ সমাপ্ত হইয়া যায়। যাহার সকল কথা তার্কিক ও সত্য হয় এবং জগতের উন্নতি হেতু সঠিক মার্গদর্শন করে, তাহাকেই ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ "বাইবেল"কে এই মাপদণ্ডে পরীক্ষা করিলে সঠিক পাওয়া যায় না।

আমরা যখন দেখি যে খ্রীষ্টান মিশনারী স্বীয় গ্রন্থ বাইবেলের প্রচার হিন্দু সমাজে ব্যাপকরূপে করিয়া থাকেন এবং তাহা দ্বারা হিন্দুদের খ্রীষ্টান বানানোর চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় বাইবেলের ঐ সকল স্থানগুলিকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আমাদের কর্তব্য, যাহার কারণে বাইবেলকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।এজন্যই বাইবেলকে বিশ্বাস করিয়া সেই অনুসারে আচরণ করা উচিত নহে।

বাইবেলের মধ্যে আপত্তিজনক বচনকে দূর করিয়া গ্রন্থকে ধর্মানুসারে সংশোধন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের করা উচিত।
যেন তাহার মধ্যে স্থিত অগণিত দোষ দূর হইয়া যায়।

১-ভগবান্ স্বীয় ভূলের অনুতাপ করেন,

দেখুন ! বাইবেলে লিখিত আছে-

"আবার যহোবা(খ্রীষ্টান ভগবান্) পৃথিবীতে মানব নির্মাণ করিয়া অনুতাপ করিয়াছেন,এবং মনে-মনে দুঃখী হইয়াছেন।"

বাইবেল উৎপত্তি-৬/৬

পরবর্তীতে দেখুন- **"নূহ তখন যহোবা হেতু বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর সকল পবিত্র পশু ও পক্ষীর মধ্যে কিছু কিছু লইয়া বেদীতে হোম বলি করিয়া দিলেন।।২০।। পশ্চাতে যহোবা সুখপ্রদায়ক সুগন্ধ পাইয়া বিচার করিলেন যে, মানব হেতু আবার কখনও অভিশাপ প্রদান করিব না.......এখন আমি সকল প্রকার জীবদের যেভাবে মারিয়াছি, সেইভাবে আবার কখনও মারিব না"।।২১।।**

-বাইবেল উৎপত্তি-৮

সমীক্ষা-প্রথমে ভূল করিয়া পশ্চাতে অনুতাপ করা, মনে-মনে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া এবং ভূল করিয়া পুনরায় না করিবার প্রতিজ্ঞা ধারণ করিয়া, দগ্ধ মাংস ও মেদের দুর্গন্ধকে সুগন্ধ মনে করিয়া প্রসন্ন হওয়া ব্যক্তি কি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন ?

ভুল করা, উচিত কথাকে না বোঝা, অনুতাপ করা ও দুঃখী হওয়া ঈশ্বরকে বাস্তবে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ভুল কাজ করা এবং অনুতাপ করা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেদের কথা।

২-ভগবান্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভূলিয়া গেলেন-

"বাইবেল শমুয়েলে" লিখিত আছে যে,খ্রীষ্টান ভগবান্ আদেশ দিয়াছেন-

"এজন্যই ইস্রায়েল-পরমেশ্বর যহোবার বাণী যে,আমি বলিয়াছিলাম যে তোমার পরিবারও তোমার বংশধরের পরিবার মম সম্মুখে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এখন যহোবার বাণী হইল যে,এই কথা আমা হইতে দূর হউক, কেননা যাহারা আমাকে আদর করিয়া থাকেন, আমি তাহাদের আদর করিব এবং যাহারা আমাকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবে,তাহাদিগকে ছোট মনে করা হইবে।"।।৩০।।

"ঐ দিন আসিতেছে যে, আমি তোমার বাহুবল এবং তোমাদের মুল পুরুষের বংশধরের বাহুবলকে এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া দিব,যে তোমার বংশে কেহ বৃদ্ধ হইতে পারিবে না"।।৩১।।

সমীক্ষা- ভগবান্ একবার মনুষ্যদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবার আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, পরে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের নষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞা ধারণ করিলেন।

এইরকম মিথ্যা বচনধারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভগবান্‌কে কেহ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ বলিয়া তাহার উপর বিশ্বাস কিরূপে করিতে পারে ? খ্রীষ্টান ভগবান্ , যাহার কথাও মিথ্যা, তিনি কখনও মুক্তিদাতা হইতে পারেন না।

৩ -খ্রীষ্টান ঈশ্বর এক নহে বরং অনেক-

বাইবেল ভজন সংহিতা ৮২ তে লিখিত আছে -

"পরমেশ্বরের সভায় পরমেশ্বরই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন।"

ঈশ্বর, বাইবেল উৎপত্তি ৩-এ বলেছেন যে-" মনুষ্য

ভাল-মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন মানিন্দ হইয়াছেন"।

সমীক্ষা - এখানে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে খ্রীষ্টানদিগের শত সহস্র ঈশ্বর আছেন ,তাঁহাদিগের সভাও হইয়া থাকে । ইহা বলা হয়নি সে সকল ঈশ্বরের রূপ- চেহেরা, লম্বা-মোটা একই রকম না উহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে ? তথা ঈশ্বরের কার্যের কি কোন রকম রেজিস্টার রাখা আছে ?

প্রত্যেক ঈশ্বরকে মাসিক চাঁদাস্বরূপ কি-কি প্রদান করিতে হয় ? এবং ভারতীয় পাদরী কি সেই সভার সদস্য হইতে পারিবেন কি না ? ইহা আফ্‌সোসের বিষয় যে বেচারা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও এক নহে।

একটি কথা আরও জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, বাইবেল যাহাকে খ্রীষ্টান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র "যোহন্না ৩"-এ বলিয়াছেন-তিনি এই হাজার, হাজার ঈশ্বরদিগের মধ্যে কোন ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন ?

৪ - ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র "ঈশা"

বাইবেল যোহন্না- ৩ এ লিখিত আছে - "**কেননা পরমেশ্বর জগতের সহিত এতই প্রেম করিয়াছিলেন যে তিনি একমাত্র স্বীয় পুত্র (ঈশা মসীহ)কে প্রদান করিয়াছিলেন,যেন যাঁহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহারা নাশ হইয়া অনন্ত জীবন পাইয়া থাকেন।"।।১৬।।**

সমীক্ষা - পরমেশ্বরের সমস্ত প্রজাগণই তাঁহার পুত্র-পুত্রী। কেবল মসীহ্‌কেই পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র বলা পরমেশ্বরকে অপমান করা হয়।

যদি খ্রীষ্টান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম

হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই পুত্রের মাঁ মরিয়মকে উক্ত ঈশ্বরের বিশেষ পত্নীরূপে স্বীকার করিতে হইবে এবং মরিয়মের ভ্রাতা ঈশ্বরের বিশেষ শ্যালক হইবে, তাঁহার মাঁ -বাবা কে বিশেষ শাশুড়ী ও শ্বশুররূপে স্বীকার করিতে হইবে।

তখন তো খ্রীষ্টান ভগবানের কুটুম্বিতা অনেক বড় হইয়া যাইবে।আবার ভগবান্- পত্নীর যখন সন্তান হইবে, তখন এই সন্তানদিগের মাতা -পিতা অবশ্যই হইবেন ? জানিনা, এই খ্রীষ্টানদিগের বুদ্ধি কিরূপ হইয়াছে যে তাঁহারা পরমেশ্বরকেও বদনাম করিয়াছেন ?

প্রশ্ন - সম্পূর্ণ বাইবেলে ঈশার মাতা মরিয়ম কোথাও এই কথা বলেননি যে মসীহ তাঁর গর্ভে আছে, তাহা খ্রীষ্ট ভগবানের মিলনে হইয়াছে, ইহার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বাইবেলে প্রদান করা হয় নাই।

দেখুন, বাইবেল মথি ১-এ লিখিত আছে যে - "**মরিয়মকে ফেরেশ্‌তা বলিয়াছিলেন যে তোমার উপর পবিত্রাত্মা আসিবে আর তুমি গর্ভবতী হইবে। কিন্তু মরিয়ম তৎক্ষণাৎ ইলিশিবা (জাকারিয়ার পত্নী) র গৃহে চলিয়া গেল। তিন মাস যাবৎ জাকারিয়ার নিকটেই থাকিল।পরে মরিয়মের বিবাহ হইলে বিবাহের পরে তাহার পতি ইউসুফের সহিত সমাগম নিমিত্তে গমন করিলে (ফুলশয্যা হেতু) মরিয়মকে গর্ভবতী দেখিয়া প্রত্যাখ্যানের কথা চিন্তা করিল ।"**

ফেরেস্তার সহিত কথোপকথন ও বিবাহ পশ্চাৎ তিন মাসের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ বাইবেলে নাই, যে ভগবান্‌ যখন অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপর আসিল এবং গর্ভবতী করিয়া চলিয়া গেল।

মরিয়মও আপন গর্ভ ভগবান্ দ্বারা হইয়াছে বলে নি, না আর কোন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উপলব্ধ রহিয়াছে। হ্যাঁ ! সে জাকারিয়ার গৃহে তিন মাস কাল যাবৎ ছিল। সম্ভবতঃ তাহার গৃহেই কোন ভাবে কোন পুরুষের সংযোগে কুমারী মরিয়ম গর্ভবতী হইয়া গেছিল, ইসলামী সাহিত্যে এই গর্ভ হেতু জাকারিয়াকেই দোষী স্বীকার করা হইয়াছে ।

বাইবেল মথিতে দেখুন, লিখিত আছে যে - " **স্বপ্নে প্রভুর স্বর্গদূত মরিয়মের পতি ইউসুফকে বলিয়াছিল যে এই গর্ভ পরমেশ্বরের ।** "

সমীক্ষা - এই কথা স্বপ্নের গল্পমাত্র, অতএব ইহা কোন প্রকারে স্বীকার্য হইতে পারে না । স্বপ্নের কথাই অলীক গল্প । যাহার কোন মাথা - মুণ্ড নাই । ফেরেস্তা যখন মরিয়মের নিকট আসিয়া মুখোমুখি জগৎ বিষয়ে কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে মরিয়মের পতির সহিতও কথা বলা এবং গর্ভের বাস্তব সত্যকেও বলিতে পারিত । স্বপ্নিল গল্প কথার আধারে ঈশাকে ভগবানের একমাত্র পুত্র প্রমাণিত করা যায় না ।কুমারী অবস্থায় মরিয়মের গর্ভকে অবৈধগর্ভ মানিয়া ইউসুফ তাহার সহিত পতি -পত্নীর কোন সম্বন্ধ রাখে নাই, এ জন্যই মরিয়মের কুমারী অবস্থায় গর্ভের পরে পুনরায় কোন সন্তান জন্ম হয় নাই, অতএব মরিয়মের একমাত্র পুত্রকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলা খ্রীষ্টান -বাইবেলের কথন মিথ্যা হইয়া যায় ।ইহা হইতে তাহাদের ভগবান্ও বদনাম হইয়া যায় ।

৫ - খ্রীষ্টমতে পিতা - পুত্রীর বিবাহ বৈধ ।

বাইবেল ১ করিন্থিয় ৭ - এ লিখিত আছে - " **আমি ঐ**

কুমারীর অধিকার হনন করিতেছি, যাহার যৌবন ঢলিয়া যাইতেছে, আর প্রয়োজনও হয়,তাহা হইলে যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিবে, উহা পাপ নহে যেন তাহাদের বিবাহ হয় । ।৩৭ । ।

ইংরেজীতে "**Let them Marry** "অর্থাৎ ঐ পিতা - পুত্রীদিগের বিবাহ হইয়া যাইবে অথবা তাহারা বিবাহ করিয়া লইবে ।-এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে ।

সমীক্ষা - এই বিষয়ে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই । প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বিচার করিতে পারিবেন যে, যে মতের মধ্যে এইরূপ কথাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই সম্প্রদায় কিরূপ হইতে পারে ?

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ১৯- এ লিখিত আছে যে - **খ্রীষ্টান পয়গম্বর লূতকে তাহার দুইজন ঘনিষ্ঠ পুত্রী তাহাকে মদ খাওয়াইয়া ব্যভিচার করিয়া দুইপুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়াছিলেন , তাহা হইতে দুইটি বংশ শুরু হইয়াছিল । ।**

দ্রষ্টব্যঃ - এইটি বিষয়টি ১৪ নং প্রশ্নে বিস্তৃত উত্তর দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণ সেই স্থলে দেখিয়া লইবেন ।

৬ - আকাশ হইতে নক্ষত্র পৃথিবীতে পতিত হয়

বাইবেল প্রকাশিত বাক্য ৬ - ১৩ -এ লিখিত আছে - **আর আকাশের নক্ষত্র এমনভাবে পৃথিবীতে পতিত হইল, যেমন কোন বৃহৎ ঝঞ্জাবাত দ্বারা ডুমুর বৃক্ষ হইতে কাঁচা ফল পতিত হয় ।**

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা কত বড় শিক্ষিত ছিলেন ?- ইহা দ্বারা প্রকটীত হয় । তাঁহার এতটুকু জ্ঞান ছিলনা যে নক্ষত্রগুলি ডুমুর ফলের মতো না হইয়া এই পৃথিবীর মতো বৃহৎ । তাহারা না পতিত হয় আর না বায়ুতে প্রবহমান থাকে । যে গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ কথা

লিখিত থাকে ,বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইহাকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিতে পারে ?

৭ - এক কুণ্ড মদিরা শত ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হইল

বাইবেল প্রকাশিত বাক্য পেরা- ১৪ য় লিখিত আছে " আর নগরের বাহিরে রস কুণ্ডে দ্রাক্ষা পিসিয়া মিশ্রণ কর হইল এবং রস কুণ্ডে এত লহু বাহির হইল যে অশ্বের লাগাম পর্যন্ত পৌছিয়া শত ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গেল ।" । ।২০ । ।

সমীক্ষা - দ্রাক্ষাকে পদদলিত করিলে মদিরা প্রস্তুত হয়, রুধির নহে আর সেই রুধির বা মদিরা এতোই প্রবাহিত হইল যে ভূমি হইতে এক গজ উচুস্রোত তাহার শত ক্রোশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল ।ইহা অসার গল্প ছাড়া আর কি ?

৮ - মাতার গর্ভে দুই বালকের মল্ল যুদ্ধ

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ২৫-এ লিখিত আছে - " ইস..কের পত্নী রীকা গর্ভবতী হইল । । ২১ । । তাহার গর্ভে দুই ..লেক নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একে অপরকে মারিতে লাগিল, তখন রীকা বলিল - যদি আমার দশা এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচিব কিরূপে ? । ।২২ । ।

সমীক্ষা- যমজ বালক মাতার গর্ভাশয়ে একে অপরকে মারিতে লাগিল । এই কথাটি খ্রীষ্টান ডাক্তারদিগের অনুসন্ধানের বিষয় । সংকীর্ণ গর্ভাশয়ে কি এত লম্বা- চৌড়া ময়দান আছে , যেখানে মারা -মারি ও মল্লযুদ্ধ সম্ভব হইতে পারে আর গর্ভের অভ্যন্তরে মুর্ছিত শিশুর শরীরে এত বুদ্ধিও বল থাকে যে পরস্পরে লড়াই করিতে পারে ? - এইরূপ আধার হীন কথা বাইবেলকে ভার্নীক গল্পের ভাণ্ডার প্রমাণিত করে ।

৯ গর্ভস্থ বালক স্বীয় হস্তে রক্ষা-সূত্র বন্ধন করাইলেন

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ৩৮ -এ লিখিত আছে - তামার নিজ শ্বশুরের সহিত ব্যভিচার করিয়া গর্ভধারণ করিয়াছিল । তাহার গর্ভে দুইটি বালক ছিল । সে যখন বালকদিগকে জন্ম দিতে লাগিল তখন একজন বালক নিজ হাত বাহির করিয়া ধাইমা দ্বারা লাল ডোর বাঁধিয়েছিল, এই লাল সুতো ধাইমা এই বলিয়া বাঁধিয়া দিল যে- এই প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে । ।২৮ । ।

আবার, যখন সে হাত গুটাইয়া নিল তখন, তাহার ভাই উৎপন্ন হইল ।ধাইমা তখন তাহাকে বলিল " তুমি জোরপূর্বক বাহিরে আসিলে কেন । " । ।২৯ । ।

সমীক্ষা -গর্ভের অভ্যন্তর হইতে হাত বাহির করিয়া ডোর বাঁধাইয়া পুনরায় ভিতরে টানিয়া লওয়া, ইহা এমনই মাথা - মুণ্ডহীন অসার গল্প, যাহাকে কোন বিচারবান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের কথা অন্য । যদি তাহারা বুদ্ধিপূর্বক কার্য করিত, তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশ্বাস বাইবেলের উপর হইতে উঠিয়া যাইত,ইহা নিশ্চিত ।

১০ -খ্রীষ্টান ভগবান্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গেল

বাইবেল ন্যায়িয়ো ১ - ১৯ এ লিখিত আছে - "আর যহোবা(যুদ্ধে)যসূদার সহিত ছিল এজন্যই সে পর্বতীয় অধিবাসীদের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তরাই অঞ্চলের লোকেদের কাছে লৌহরথ থাকায় তাহাদেরকে বাহির করিতে সমর্থ হন নাই ।"

সমীক্ষা - ভগবানের পূর্ণ সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তরাই অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে যহোবা পরাজিত হইয়া গেল । অতঃএব ইহা প্রমাণিত হইল যে তরাই অঞ্চলের অধিবাসীগণ ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন ।

তাহাদের লৌহরথের সামনে ভগবান্‌ও হার মানিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান ভগবান্ কত বড় দুর্বল ব্যক্তি, এই কথন হইতে প্রমাণিত হয়।

১১ - ভগবানের নিকট কুড়ি কোটি অশ্বারোহী সৈন্য আছে

বাইবেল প্রকাশিত বাক্য পেরা ১০ এ লিখিত আছে -

"খ্রীষ্টান-স্বর্গে যে স্থলে তাহাদের ভগবান্ নিবাস করেন সে স্থলে অশ্বারোহী সেনার সংখ্যা কুড়ি কোটি ছিল। আমি তাহাদিগের গণনা শুনিয়াছি।" ।।১৬।।

ঈশ্বর দর্শনে আমাকে অশ্ব ও এমন কিছু যান দৃষ্ট হইল, তাহাদিগের ঝিলে অগ্নি, ধূম্রকান্ত ওগন্ধকের মতো ছিল আর সেই সব অশ্বের মস্তকগুলি সিংহ মস্তকের ন্যায় ছিল।।১৭।।

১২ - ভগবানের নিকট বার (১২) পল্টন সৈনিকেরও অধিক সৈন্য পল্টন আছে

বাইবেল মথি ২৬-৫৩ -এ বলা হইয়াছে যে- " ভগবানের নিকট স্বর্গদূতের বার (১২) এবং তাঁহারও অধিক সৈনিক পল্টন রহিয়াছে।"

সমীক্ষা - ইহাও হইতে পারে যে, ভগবানের নিকট বায়ুসেনা, ট্যাংক, উষ্ট্র এবং হস্তী বাহিনী প্রভৃতি নান প্রকারের সৈন্য স্বর্গের মধ্যে আছে। কিন্তু প্রশ্ন এইখানে যে, এত বড় বিশাল সেনা ভগবান্ রাখেন কেন? তিনি কি শত্রুভয়ে ভীত অথবা কাহারও উপর আক্রমণ হেতু?

যদি ভগবান্‌ও সৈন্য রাখেন, তাহা হইলে তিনি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ভয়াতুরও বটে।এখানেও তিনি মনুষ্যদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া থাকেন।খ্রীষ্টান ভগবানের এ কিরূপ দুর্বলতা?

১৩ - ভগবান্ মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গেলেন

বাইবেল উৎপত্তি প্রকরণ ৩২ এ লিখিত আছে যে -

ভগবান্ সারা রাত্রিতে ইয়াকুবের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কিন্তু ইয়াকুবকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, উভয়েই সমান - সমান থাকিলেন" ।।২৪ -৩২।।

সমীক্ষা - ইহা হইতে প্রকটীত হয় যে খ্রীষ্টান ভগবান্ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল। তিনি ইয়াকুবের নিকটেও পরাজিত হইয়া গেলেন। এইরূপ দুর্বল ভগবানের উপাসনা হইতে কি প্রাপ্ত হইবে?

১৪ - পয়গম্বর লূতের পুত্রী গমন

বাইবেল উৎপত্তি ১৯ এ লিখিত আছে - " পরে লূত ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়র হইতে পর্বতে গিয়া তথায় থাকিলেন, কেননা তিনি সোয়রে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিলেন।।৩০।।"

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ সংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই।।৩১।।

আইস্! আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশরক্ষা করিব।।৩২।।

তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল,কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লূত টেরও পাইলেন না?।।৩৩।।

আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ! গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস্, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি

তাঁহার সহিত শয়ন কর, এইরূপে পিতার বংশকে রক্ষা করিব। ।৩৪। ।
এইরূপে তাহারা সেই রাত্রিতেও স্বীয় পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে কনিষ্ঠা উঠিয়া তাঁহার সহিত শয়ন করিল ; কিন্তু তাহার শয়ন করা ও উঠিয়া যাওয়া লূত টেরও পাইলেন না। ।৩৫। ।
এইরূপে লূতের দুই কন্যাই আপন পিতা হইতে গর্ভবতী হইল । ।৩৬। ।
পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীদের আদি পিতা। ।৩৭। ।
আর কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিল, তাহার নাম বিন-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোন - সন্তানদের আদি পিতা। ।৩৮। ।

সমীক্ষা - পিতা স্বীয় পুত্রীর সহিত এইরূপ ব্যভিচারের কথাকে পড়িয়া খ্রীষ্টান কন্যাদিগের মনে কিরূপ বিচার আসিতে পারে ? সম্পূর্ণ বাইবেলে আপন কন্যাদের সহিত লূতের ব্যভিচার কে কোথাও মন্দ বলা হয় নাই আর না তাঁহার কন্যাদের ধিক্কার জানানো হইয়াছে। যে বিষয় রীতি বিরুদ্ধ নহে, তাহাকে রীত্যানুকূল মনে করা হয়।
এইরূপ ধর্মে যে বিষয়কে পাপ মনে করা হয় নাই , তাহা খ্রীষ্টান মতে তাহাদের ধর্মানুকূল স্বীকার করিতে হইবে। এই কথাই লূতের ব্যভিচার সম্বন্ধেও স্বীকার করিতে হইবে।সম্পূর্ণ বাইবেলে কোথাও পিতা- পুত্রির বিবাহ অথবা ব্যভিচারের নিষেধ নাই, বরং সমর্থন আছে।

১৫ - পরিশ্রম হইতে ভগবান্ পর্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন

বাইবেল নির্গমন ৩১-এ লিখিত আছে-" কেননা ছয় দিনে

যহোবা (প্রভু) আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া নিজেকে শান্ত করিলেন" । ।১৭। ।

সমীক্ষা - ষষ্ঠ দিবস ব্যাপী জগৎ নির্মাণ করিতে যে কঠিন পরিশ্রম খ্রীষ্টান ভগবান্ কে করিতে হইয়াছিল, তাহাতে বেচারা ভগবান্ ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন এবং সপ্তম দিবসে আরাম করিয়া স্বীয় ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন।

পরিশ্রম হইতে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যদি বেচারা ভগবান্ ক্লান্ত হইয়া পড়েন , তবে এমন বড় কথা নহে।অত্যন্ত বিবশ হইয়া তাঁহাকে আরাম কেদারায় বা পালংকের উপর শয়ন করিয়া আরাম করিতে হইয়াছিল।

সম্ভবতঃতিনি আপন হাত -পায়ের মালিশও করাইয়াছিলেন,বরফযুক্ত শীতল জলও পান করিয়াছিলেন অথবা এক পেয়ালা মদিরাও গলাধকরণ করিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে কোন শক্তিবর্ধক টীকা ক্লান্তি দূরীকরণ হেতু লাগাইয়াছিলেন, বা দেহের মালিশ প্রভৃতি করাইয়া থাকিবেন।নিজ বিরক্তি দূরীকরণ হেতু যাহা কিছু ভগবান্ করিয়াছেন, তাহা ঠিকই করিয়াছেন।

১৬ - ভগবান্ পুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছেন

বাইবেল নির্গমন ৩২এ লিখিত আছে- "মূসা তখন যহোবার নিকট পৌছিয়া কহিল যে, হায় - হায়! ঐ সকল লোক স্বর্ণদেবতা নির্মাণ করিয়া ঘোর পাপ করিয়াছেন" । ।৩১। ।

তাহা হইলেও তুমি তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দাও, নহিলে স্বরচিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া দাও। ।৩২। ।
যহোবা(খ্রীষ্টান ভগবান্) মূসাকে কহিল, "যাহারা আমার বিরূদ্ধে পাপ করিয়াছে , কেবল আমি তাহাদের নাম আপন

পুস্ত ক হইতে কাটিয়া দিব । ।৩৩ । ।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ভগবান্ লেখা পড়া করা রায় বাহাদুর । যিনি মনে রাখিবার জন্য গ্রন্থ লিখিয়াও রাখেন, যদ্দারা শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করিবার সময় পুস্তক দেখিয়া প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি কত দুর্বল। যদি গ্রন্থ (পঞ্জিকা) লিখিয়া না রাখিতে পারে, তাহা হইলে বিস্মৃত হইয়া যায়। কিরূপ খ্রীষ্টানদের ভগবান্ ? ইহা এই আয়ত হইতে প্রমাণিত হয়। তিনি সামান্য ব্যক্তির মতোই ছিলেন ইহা প্রতীত হইতেছে।

১৭ - বাইবেলে বিচিত্র পদার্থ বিজ্ঞান

বাইবেলের ইয়োব প্রকরণ ২৮ -এ লিখিত আছে - " লোহ **মৃত্তিকা হইতে বাহির করা হয় আর প্রস্তর গলাইয়া পীতল নির্মাণ করা হয়" । ।২ । ।**

সমীক্ষা - ধাতু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাইবেল রচয়িতা জানিতেন না ।পীতল প্রস্তর হইতে নির্মাণ হয়না বরং তামা ও দস্তার মিশ্রণে পীতল নির্মিত হয় ।ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বাইবেলে ক্রটিপূর্ণ নিরাধার বিষয় লিখিত আছে, যাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

১৮ -পৃথিবীর স্তম্ভে জগৎ টিকিয়া আছে

বাইবেল ১-শমুয়েল ২- ৮ এ লিখিত আছে - " কেনন **পৃথিবীস্তম্ভ যহোবার আর তিনি তাহার উপর জগৎ রাখিয়াছেন" । ।**

সমীক্ষা - পৃথিবীর উপর স্তম্ভ বলা এবং তাহার উপর অনন্ত বিশ্বকে টিকাইয়া রাখা ইত্যাদি বিষয় লিখিত থাকা বাইবেলের অসার গল্পমাত্র। এইরূপ অসার গল্প যে গ্রন্থে আছে তাহাকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কি ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকার করিতে পারে ?

১৯ - ভগবান্ ভবিষ্যতের কথা জানিতেন না

বাইবেল ১- শমুয়েল ১৫ - ৩৫ এ লিখিত আছে - " **আর যহোবা (ভগবান্) শৌলকে ইস্রায়েলের রাজা বানাইয়া অনুতাপ করিতেছিলেন" । ।**

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ভগবানের এতটুকু বুদ্ধি ছিলনা যে, প্রত্যেক কার্যকে সঠিক ভাবে করিতে পারে ।বার -বার তিনি ক্রটিপূর্ণ কার্য করিতেন, পরে মূঢ়ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় ক্রটিতে অনুতাপ করিতেন ।খ্রীষ্টান মতাবলম্বীগণ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে মুর্খ বানিয়ে দিয়েছেন।

২০ - গৃহহীন হইয়া ভগবান্ কষ্টে থাকিতেন

বাইবেল ১ -বংশাবলী ১৭ -এ লিখিত আছে - " যহোবা (খ্রীষ্টান ভগবান্) এইরূপ বলিতেছিলেন যে আমার নিবাস হেতু তুমি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না " । ।৪ । ।

কেননা, যে দিন হইতে ইস্রায়েল নিবাসিদের মিশর হইতে লইয়া আসিয়াছি , আজকের দিবস পর্যন্ত আমি কখনও গৃহে শয়ন করি নাই, পরন্তু এক তাঁবু হইতে অন্য তাঁবুতে আর এক নিবাস হইতে অন্য নিবাসে আবাগমন করিতেছি । ।৫ । ।

সমীক্ষা - অসহায় ভগবানের এইরূপ কষ্টের উপর সকলের করুণা হইবে। অসহায় গৃহহীন হইয়া ভগবান্ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত ।

এখন কেহ ধনাঢ্য খ্রীষ্টান ভগবান্ কে পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন কি না জানিনা। যদি নির্মাণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের প্রার্থনা এই যে শীঘ্রই তাদের দরিদ্র ভগবানের সাহায্য করিয়া তাঁহার কষ্টকে দূর করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই উত্তম হইবে।

২১ - অনেক পুত্র খ্রীষ্টান ভগবানের ছিল

বাইবেল ইয়োব ১ - ৬এ লিখিত আছে যে, - একদিন যহোবা পরমেশ্বরের পুত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে শয়তানও আগমন করিল।

সমীক্ষা - ইহা হইতে প্রকটিত হয় যে খ্রীষ্টান ভগাবনের অনেক পুত্র ছিল।যখন পুত্র আছে, তখন পত্নীও হইবে ? তাহা হইলে ঈশাকেই ভগবানের একমাত্র পুত্ররূপে আখ্যা দেওয়া গপাষ্টক যাহা য়োহন্না ২ -১৬ তে লিখিত আছে,তাহা সর্বথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টানদিগের মান্যতাও পরস্পর বিরোধী।আমাদের ও বিচার এইরূপ যে সাধারণ মানুষের যখন এক - এক ডজন সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভগবান্ কি তাহাদের চেয়েও অধিক দুর্বল ছিলেন ? যে তাঁহার কেবল একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইয়োব য়োহন্নাকে মিথ্যাবলিয়া খ্রীষ্টানদের মিথ্যা সিদ্ধান্তের পোল খুলিয়া দিয়াছেন।

২২ -ভগবান্ মেদ ভক্ষণ করিতে, করিতে অরুচি বোধ করিলেন

বাইবেল যিশাইয় ১-এ লিখিত আছে - " যহোবা (ভগবান্) বলেন যে, তোমাদের অনেক মেষ বলি আমার কি কাজে আসিবে ? মেষের হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছুতেই সন্তোষ নাই।"

সমীক্ষা - ভগবান্ ভক্ষণ করিতে, করিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন, ইহাও হইতে পারে যে অধিক ভক্ষণ করিয়া তাঁহার উদরাময় হইয়া গেল। খ্রীষ্টান ভগবান্ও বিচিত্র ছিলেন, যে তিনি আপেল, কমলালেবু, আম, আঙ্গুর, লাড্ডু, বালূশাহী, আমৃত্তি প্রভৃতিকে পছন্দ করিতেন না ? কিন্তু পশুদের গলিত পচা মাংস ও দূর্গন্ধ যুক্ত মেদ ভক্ষণ

করিতেন। তিনি ভগবান্ ছিলেন না রাক্ষস ?

২৩ - ভগবান্ শত্রু হইতে প্রতিশোধ নিতেন

বাইবেল যিশাইয় ১-২৪ এ লিখিত আছে - এজন্যই প্রভু সৈন্যদিগের যহোবা (ভগবান্) ইস্রায়েলের শক্তিমানের এই প্রতিজ্ঞা, শোন! আমি আমাদিগের শত্রুকে দূর করিয়া শান্তি পাইব, এবং বৈরীদের হইতে উল্টা প্রতিশোধ লইব।।

সমীক্ষা - ভগবান্ও লোকদের স্বীয় শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তাহাদের হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য অস্থির থাকিতেন।

প্রতিশোধ লইবার পরেই বেচারাকে শান্তি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ভগবান্ হইতে ঐসকল মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ যাহারা কাহাকেও আপন শত্রু মনে করেন না এবং যাহারা তাঁহার মন্দ করেন তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেন।প্রতিশোধের ভাবনা রাখা দুর্বলতার প্রতীক মাত্র।

২৪ - ভগবান্ যুদ্ধ হেতু অবতরণ করিবেন

বাইবেল যিশাইয় ৩১ -৪ এ লিখিত আছে - সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু যুদ্ধ নিমিত্ত সিয়োন পর্বত ও যেরুশালেমের গিরির উপর অবতরণ করিবেন।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান প্রভুকে মনুষ্যদিগের সহিত যুদ্ধ হেতু আপন গৃহ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আসিতে হয়।এইরূপ ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান্ প্রভু বলিয়া কে স্বীকার করিবে ?

২৫ - ভগবানের ভোজন

যিহিস্কেল ৪৪, বাক্য ১৫ এ লিখিত আছে - যখন ইস্রায়েল -সন্তানগণ আমাকে ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছিল,তাহারা আমার পরিচর্যা করণার্থে আমার নিকটবর্তী আসিবে এবং

আমাকে মেদ ও রুধির উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, পরমেশ্বর যহোবার ইহাই বাণী। ।১৫।।

সমীক্ষা - মাংস ভক্ষণ করা ও রুধির পান করা তো রক্ত পিপাসু পশুবৎ কার্য। ভগবানের ভোজন তো উত্তম ঘী, দুগ্ধনির্মিত দ্রব্য ও ফল এবং মেওয়া হওয়া উচিত ছিল। মেওয়া খাইয়া কি ভগবানের ক্ষুধা মিটিত না ? আনন্দদায়ক কথা হইল যে খ্রীষ্টান ভগবান্ও ভক্ষণ-পান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়েন।

২৬ - ভগবান্ দ্বারা অসভ্য উপহাস করিবার আদেশ

বাইবেল যিহিষ্কেল ৪ এ লিখিত আছে যে যহোবা (ভগবান্) বলিয়াছেন - "আর স্বীয় ভোজন যবের রুটি পাকাইয়া ভক্ষণ করিবে, আর তাহাকে মানুষের বিষ্ঠা দর্শন করিয়া পাকাইবে।" ।।১২।।

পুনরায় যহোবা বলিলেন যে এইরূপে ইস্রাইলের সেই জাতিদের মধ্যে নিজ-নিজ রুটি অপবিত্রতাবশতঃ ভক্ষণ করিবে, যেখানে তাহাদিগকে জবরদস্তি পৌঁছাইয়া দিব।।১৩।।

সমীক্ষা - আমরা মনেকরি যে, এইরূপ অসভ্য আদেশ কোন মতেই সভ্য ব্যক্তি দিতে পারে না। তাহা হইলে ভগবান্ এইরূপ অসভ্য উপহাস অথবা এইরূপ আদেশ লোকেদের কিরূপে প্রদান করিলেন ? ইহা বুঝা সম্ভবপর নহে।

২৭ - ভগবান্ দ্বারবন্ধ গৃহে নিবাস করেন

বাইবেল যিহিষ্কেল ১১ এ লিখিত আছে - "আত্মা তখন আমাকে উঠাইয়া যহোবা ভবনের পূর্বদ্বারের নিকট যাহার মুখ পূর্বদিকে, পৌঁছাইয়া দিল, আর সেস্থলে আমি দেখিলাম যে দ্বারেই পঁচিশ জন পুরুষ" ।।১।।

সমীক্ষা - ভগবানের গৃহে পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণে কত দরজা কোন-কোন দিকে আছে জানা যায় না। যাহার সুরক্ষা পাহারাদারগণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ দ্বারে সুরক্ষা কর্মী এজন্যই রাখেন যেন কোন শত্রু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ না করিতে পারে, যদি এইরূপ কথা ভীতিপ্রদ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের গৃহে দরজা লাগানো ও চৌকিদারের প্রয়োজনই বা কি ছিল ? এইরূপ ভয়াতুর ব্যক্তিকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

২৮ - ভগবান্ মামলাবাজও ছিলেন

বাইবেল যিহিষ্কেল ১৭ এ ভগবান্ বলিলেন যে - " আর আমি তাহাদের উপর জাল বিস্তার করিয়া দিব এবং তাহারা আমার জালে ফাঁসিতে থাকিবে এবং আমি তাহাদের বাবিলে পৌঁছাইয়া তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতের মামলা লড়িব, যাহা তাহারা করিয়াছে" । ।২০ । ।

সমীক্ষা - ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ভগবান্ মামলাবাজও ছিলেন। কিন্তু নির্ণয় প্রদানকর্তা ন্যায়াধীশ তো খ্রীষ্টান ভগবানের অতিরিক্ত অপর কেহ হইয়া থাকিবেন অথবা অন্য কোন বড় ভগবান্ ই হইবেন। খ্রীষ্টান ভগবানের মামলাবাজ হওয়া আনন্দদায়ক কথা।

২৯ - ভগবান্ ক্রোধীও ছিলেন

বাইবেল যিশাইয় ৫৪এ লিখিত আছে যে - "ক্ষণিকের জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন অত্যন্ত দয়ার সহিত আমি পুনরায় তোমাকে রাখিয়া লইব" । ।৭ । ।

ক্রোধে বশীভূত হইয়া আমি ক্ষণিকের জন্য তোমা হইতে মুখ ফিরাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অনন্ত করুণা দ্বারা আমি তোমার উপর দয়া করিব। তোমার মুক্তি প্রদাতা যহোবার ইহাই বাণী। ।৮ । ।

আমাকে মেদ ও রুধির উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, পরমেশ্বর যহোবার ইহাই বাণী। ।১৫। ।

সমীক্ষা - মাংস ভক্ষণ করা ও রুধির পান করা তো রক্ত পিপাসু পশুবৎ কার্য। ভগবানের ভোজন তো উত্তম ঘী, দুগ্ধনির্মিত দ্রব্য ও ফল এবং মেওয়া হওয়া উচিত ছিল।

মেওয়া খাইয়া কি ভগবানের ক্ষুধা মিটিত না ? আনন্দদায়ক কথা হইল যে খ্রীষ্টান ভগবান্ও ভক্ষণ -পান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেও ক্ষুধা -তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়েন।

২৬ - ভগবান্ দ্বারা অসভ্য উপহাস করিবার আদেশ

বাইবেল যিহিস্কেল ৪ এ লিখিত আছে যে যহোবা (ভগবান্) বলিয়াছেন - "আর স্বীয় ভোজন যবের রুটি পাকাইয়া ভক্ষণ করিবে, আর তাহাকে মানুষের বিষ্ঠা দর্শন করিয়া পাকাইবে।" । ।১২। ।

পুনরায় যহোবা বলিলেন যে এইরূপে ইস্রাইলের সেই জাতিদের মধ্যে নিজ - নিজ রুটি অপবিত্রতাবশতঃ ভক্ষণ করিবে, যেখানে তাহাদিগকে জবরদস্তি পৌঁছাইয়া দিব। ।১৩। ।

সমীক্ষা - আমরা মনেকরি যে, এইরূপ অসভ্য আদেশ কোন মতেই সভ্য ব্যক্তি দিতে পারে না। তাহা হইলে ভগবান্ এইরূপ অসভ্য উপহাস অথবা এইরূপ আদেশ লোকেদের কিরূপে প্রদান করিলেন ? ইহা বুঝা সম্ভবপর নহে।

২৭ - ভগবান্ দ্বারবন্ধ গৃহে নিবাস করেন

বাইবেল যিহিস্কেল ১১ এ লিখিত আছে - "আত্মা তখন আমাকে উঠাইয়া যহোবা ভবনের পূর্বদ্বারের নিকট যাহার মুখ পূর্বদিকে , পৌঁছাইয়া দিল, আর সেস্থলে আমি দেখিলাম যে দ্বারেই পঁচিশ জন পুরুষ " । ।১। ।

সমীক্ষা - ভগবানের গৃহে পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণে কত দরজা কোন -কোন দিকে আছে জানা যায় না। যাহার সুরক্ষা পাহারাদারগণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ দ্বারে সুরক্ষা কর্মী এজন্যই রাখেন যেন কোন শত্রু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ না করিতে পারে, যদি এইরূপ কথা ভীতিপ্রদ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের গৃহে দরজা লাগানো ও চৌকিদারের প্রয়োজনই বা কি ছিল ? এইরূপ ভয়াতুর ব্যক্তিকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

২৮ - ভগবান্ মামলাবাজও ছিলেন

বাইবেল যিহিস্কেল ১৭ এ ভগবান্ বলিলেন যে -" আর আমি তাহাদের উপর জাল বিস্তার করিয়া দিব এবং তাহারা আমার জালে ফাঁসিতে থাকিবে এবং আমি তাহাদের বাবিলে পৌঁছাইয়া তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতের মামলা লড়িব, যাহা তাহারা করিয়াছে" । ।২০। ।

সমীক্ষা - ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ভগবান্ মামলাবাজও ছিলেন। কিন্তু নির্ণয় প্রদানকর্তা ন্যায়াধীশ তো খ্রীষ্টান ভগবানের অতিরিক্ত অপর কেহ হইয়া থাকিবেন অথবা অন্য কোন বড় ভগবান্ ই হইবেন। খ্রীষ্টান ভগবানের মামলাবাজ হওয়া আনন্দদায়ক কথা।

২৯ - ভগবান্ ক্রোধীও ছিলেন

বাইবেল যিশাইয় ৫৪এ লিখিত আছে যে - " ক্ষনিকের জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন অত্যন্ত দয়ার সহিত আমি পুনরায় তোমাকে রাখিয়া লইব" । ।৭। ।

ক্রোধে বশীভূত হইয়া আমি ক্ষনিকের জন্য তোমা হইতে মুখ ফিরাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অনন্ত করুণা দ্বারা আমি তোমার উপর দয়া করিব। তোমার মুক্তি প্রদাতা যহোবার ইহাই বাণী। ।৮। ।

সমীক্ষা - যে ভগবান্ ক্রোধে বশীভূত হইয়া ভূল করিয়া থাকে, পুনরায় সেই বিষয়ে অনুতাপ করেন , তিনি ভগবান হইতে পারেন না ।ক্রোধ এক দুর্বলতা , যাহা ভগবানের উপরেও প্রভাবী ছিল ।

৩০ - ঈশা ও যহোবা মদিরা পান করাইয়া লোকেদের মুর্খ বানাইতেন

বাইবেল যিশাইয় ২৫এ লিখিত আছে যে - সৈন্যদিগের সদাপ্রভু এই পর্বতের উপর সকল দেশীয় লোকেদের লইয়া এমন ভোজ করিবেন যেখানে নানা প্রকারের স্নেহ জাতীয় ভোজ্যদ্রব্য এবং নির্মলীকৃত দ্রাক্ষারস থাকিবে ,উত্তমোত্তম স্নেহ জাতীয় ভোজন এবং অত্যন্ত নির্মলীকৃত দ্রাক্ষারস থাকিবে ।।৬।।

বাইবেল যোহন্না ২এ লিখিত আছে যে যীশু তাহাকে বলিলেন - " কলসিতে জল ভর্তি করিয়া দাও, সুতরাং তিনি কলসির মুখ পর্যন্ত জল ভর্তি করিয়া দিল" ।।৭।।

তখন তিনি কহিলেন - " এখন বাহির করিয়া ভোজ প্রধানের নিকট লইয়া যাও" ।।৮।।

এরপরে বাইবেলে লিখিত আছে যে - ঐ সকল লোক সেই জলকে ভোজ প্রধানের কাছে লইয়া গেল, তখন ভোজ প্রধান ঐ জলের স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিল, যাহা দ্রাক্ষারসে পরিণত হইয়াছিল ।।৯।।

যদ্যপি বাইবেল হোশেয় ৪ এ লিখিত আছে যে - বেশ্যাগমন ও দ্রাক্ষারস এবং তাজা দ্রাক্ষারস - এই তিন মনুষ্য বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয় ।।১১।।

সমীক্ষা - ইত্যাদি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে খ্রীষ্টান ভগবান্ এবং মশীহ নিমন্ত্রণে লোকেদের মদিরা পান

করাইয়া পাগল বানাইতেন এবং তাহাদিগের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিতেছিলেন ।

এইরূপ কুকর্মকারীকে ভগবান্, অথবা ভগবানের পুত্র বা উদ্ধারক স্বীকার করাও অল্পবুদ্ধিরই কথা ।

৩১ - ঈশা পয়গম্বরদের চোর -ডাকাত বলিয়াছিলেন

বাইবেল যোহন্না ১০ - এ লিখিত আছে যে - তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন - আমি তোমাদের সত্যি - সত্যিই বলিতেছি যে আমি মেষসমূহের দ্বার ।।৭।।

যতজন আমার কাছে আসিয়াছে, তাহারা সকলেই চোর এবং ডাকাত, কিন্তু মেষ সমূহ তাঁহার একটিও শুনিল না ।।৮।।

সমীক্ষা-নিজের পূর্বে আগত জনসাধারণের মাননীয় মহাপুরুষদের এবং পয়গম্বরদেরকে চোর , ডাকাত বলিয়া গালমন্দ করা, ভগবানের পুত্র হওয়া ঈশা মসীহকে কি শোভা দেয় ? ইহাও চিন্তাঃ. বিষয় ।

।। ইতি ওতম্ ।।